সমকাল

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৪৬ বিদ্যালয়ে দপ্তরি নিয়োগে বাণিজ্য

■ মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ৪৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, নিয়োগ কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে যোগসাজশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২২ জুন এ নিয়োগ-সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করে। সে অনুযায়ী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮ জুন নির্ধারণ করে। অফিস সহকারী সরজিত কুমার রায় জানান, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ৪৬টি পদের বিপরীতে ৩৫০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। আর এ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে

মনিরামপুর

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ অতুল মণ্ডলকে সভাপতি এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশিষ কুমার নন্দীকে সদস্য সচিব করে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি আবেদনকারীদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ২ এবং ৩ জুলাই মৌখিক পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করে। আর নিয়োগপত্র ইস্যুর তারিখ দেওয়া হয় ৫ জুলাই। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়। আর ৭ ও ৮ জুলাই পরীক্ষার নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা অফিস থেকে যে ইন্টারভিউ কার্ড ছাড়া হয় তাতে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের কোনো স্বাক্ষর ছিল না। কিন্তু এ কার্ডে পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময় ও দিন নির্ধারণ করা হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বদলির আদেশ আসে ১৪ জুন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। তার এ আদেশের আলোকে তিনি নির্বাহীর দায়িত্ব অর্পণ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) লিংকন বিশ্বাসের ওপর ৯ জুলাই বিকেলে। কিন্তু ৯ জুলাই তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও পরের দিন দিনভর ও গভীর রাত পর্যন্ত রীতিমতো অফিস করেছেন এখানে। গভীর রাত অবধি অফিস করাকালীন তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশীষ কুমার নন্দীকে নিয়ে নিয়োগের সব কাগজপত্র চূড়ান্ত করেন বলে জানা গেছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব আশীষ কুমার নন্দী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, টাকা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি সদ্য বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ অতুল মণ্ডল বলেন, নিয়ম মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে ভিন্ন কথা জানান জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাপস কুমার অধিকারী। তিনি জানান, নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ইউএনও সবার সঙ্গে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফল প্রকাশে বিলম্বিত হচ্ছে বলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আশীষ কুমার নন্দী তাকে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে জানতে মোবাইল ফোনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল জানান, নিয়োগে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পেলে তদন্ত করে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।